لا اله الا الله محمد رسول الله

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়ার মুখপত্র

নব পর্যায়—১৬শ বর্ষ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৩ সন ১৭শ সংখ্যা

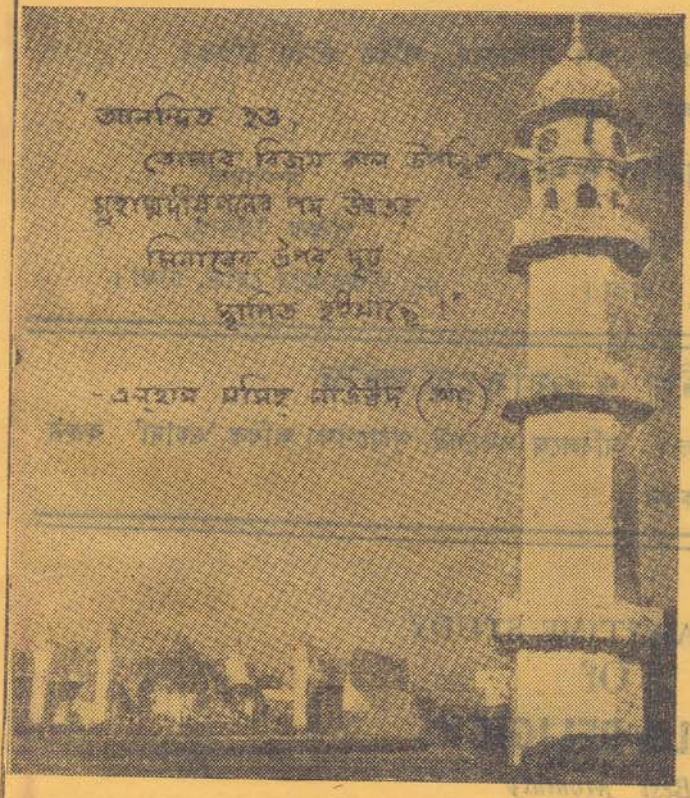

মি'রাতুল্ মসিহ্ ও মস্‌জিদ আক্‌সা
(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্তমান কালে আল্লাহ্‌তাআলা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সম্বদ্ধ করিয়াছেন। ধর্মের উন্নতি সর্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতাআলার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মুমেনীন হযরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)

সম্পাদক :—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা—৫৲ প্রতি সংখ্যা ·২৫ পয়সা

তবলীগ কন্সেশনে ৩৲ তবলিগ কন্সেশনে ·১৬ পয়সা

বিষয় সূচী

বিষয়		পৃষ্ঠা
১। কোরআন করীম অনুবাদ	..	১
২। হাদীস ১ নং	.. ..	৩
৩। হাদীস ২ নং	..	৪
৪। ধর্মের উদ্দেশ্য	..	

হায়াতে তাইয়েবা (প্রথম খণ্ড)

হযরত মসিহ্ মাওউ্দ আলাইহেস সালামের পবিত্র জীবন চরিত।
ডিমাই ১/৮ চারি শত পৃষ্ঠা। মূল্য ৫৲ টাকা।

✱ খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জমাত

মওছুদী সাহেবের 'খতমে নবুওয়াত' পুস্তিকার ইল্মী সমালোচনা। মূল্য ২৲ টাকা।

সম্পাদক,
পুস্তক বিভাগ,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

তহরিক জদীদ ও ওয়াকফে জদীদ

উভয়েরই নব বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। অবিলম্বে সকলেই পূর্বাপেক্ষা অধিক 'ওয়াদা' করুন এবং বকেয়া থাকিলে তাহা আদায় করুন।

For
COMPARATIVE STUDY
Of
WORLD RELIGIONS
Best Monthly

THE REVIEW OF RELIGIONS

Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৬শ বর্ষ :: ১৫ই জানুয়ারী : ১৯৬৩ সন :: ১৭শ সংখ্যা

কোরআন করীম অনুবাদ

—মৌলবী মুমতায আহ্‌মদ সাহেব মরহুম (রাযিঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্ বকরাহ

সপ্তদশ রুকু ; ছয় আয়াত ; ১৪৩—১৪৮

১৪৩। অবশ্য নির্বোধ লোকগুলি অচিরেই বলিবে, "মুসলমানদিগকে তাহাদের পূর্বেকার কিবলা হইতে কিসে ফিরাইয়া দিল ?" বলিয়া দাও, "পূর্ব ও পশ্চিম (সব দিক) আল্লারই। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"

১৪৪। (যে ভাবে আমি কা'বাকে মানব-জাতির জন্য সম্মিলন কেন্দ্র পরিণত করিয়া দিয়াছি) সেইভাবে তোমাদিগকেও আমি মধ্যপন্থী জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, যেন তোমরা সমগ্র মানব জাতির জন্য আদর্শ স্থানীয় হও এবং এই রসুল (মুহাম্মদ) তোমাদের জন্য

আদর্শরূপে বরণীয় হন। এবং (হে মোহাম্মদ) আমরা ইতিপূর্বে তোমার আচরিত দিগকেই কেবলা রাখিয়া ছিলাম শুধু ইহা প্রকাশ করার জন্য যে, কে রসুলের প্রকৃত অনুগমন করে এবং কে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়ায়। নিশ্চয় এই পরীক্ষা গুরুতর ছিল, তবে আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে হেদায়ত করিয়াছেন (তাহাদের জন্য ইহা) সহজ হইয়া গিয়াছিল। এবং আল্লাহ তোমাদের ঈমান নষ্ট করিয়া দিতে চান না, (বরং পরীক্ষা দ্বারা ইহাকে সতেজ করিতে চান)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মানবের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়াময়।

১৪৫। (হে মুহাম্মদ) আমরা আকাশের দিকে তোমার উন্মুখ দৃষ্টি অবলোকন করিতেছি। অনন্তর তোমাকে এমন এক কিবলার দিকে পরিবর্তিত করিব, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, মস্‌জিদু্ল-হারামের দিকে তোমার মুখ ফিরও এবং (হে মুমিনগণ) তোমরা যেখানেই থাক না কেন, ঐ কিবলার অভিমুখী হইও। এবং যাহাদিগকে কিতাব দান করা হইয়াছে, নিশ্চয় তাহারা অবগত আছে যে (কা'বাকে কিব্‌লা মনোনীত করা) নিশ্চয় উহা তাহাদের প্রভুর নিকট হইতে সমাগত সত্য। এবং আল্লাহ্‌ তাহাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে উদাসীন নহেন।

১৪৬। যাহাদিগকে কিতাব দান করা হইয়াছে যদিও তুমি তাহাদের নিকট সর্ব প্রকার নিদর্শন উপস্থিত কর, তবুও তাহারা তোমার কিবলার অনুসরণ করিবে না। এবং (প্রকৃতপক্ষে) তুমিও তাহাদের কিবলার অনুসরণ করিতে পার না। পক্ষান্তরে, তাহারাও একে অন্যের কিবলার অনুসরণ করে না। এবং তোমার নিকট জ্ঞান সমাগত হওয়ার পরও যদি তুমি তাহাদের অভিপ্রায়গুলির অনুসরণ কর, তবে নিশ্চয় তুমি সীমা লঙ্ঘনকারিগণের মধ্যে পরিগণিত হইবে।

১৪৭। আমরা যাহদিগকে কিতাব দান করিয়াছ তাহারা এই রসুলকে এমনভাবে চিনে, যেভাবে তাহারা তাহাদের সন্তানগণকে চিনিয়া থাকে; অথচ তাহাদের এক দল জানিয়া বুঝিয়া সত্যকে গোপন করিতেছে।

১৪৮। (হে পাঠক) ইহা তোমার প্রভুর নিকট হইতে আগত নিশ্চিত সত্য। অতএব, তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের পর্যায় ভুক্ত হইও না।

হাদিস

মোঃ মুহিবুল্লাহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

(১)

وعن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين الا البلاء -

[رواه مسلم]

"হযরত আবু হুরায়রা হইতে বর্ণিত। রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন : যাঁহার আয়ত্তাধীনে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি—পৃথিবী শেষ হইবে না যে পর্যন্ত না মানুষ কবরের উপর গড়াগড়ি করিবে এবং বলিবে : 'আফসোস! যদি আমি এই কবরবাসীর স্থানে হইতাম, কতই ভাল হইত।' ইহা ধার্মিকতা বশতঃ নহে, বরং বিপদাবলীর দরুন।"
['মুসলিম শরিফ']

এই হাদিসে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, তদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় পৃথিবীতে বহু বিপদরাশী দেখা দিবে। তখন মানুষ ধর্যহারা হইবে এবং মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইবে। মানব জাতির সুখ-সাচ্ছন্দ্য একেবারে তিরোহিত হইয়া যাইবে। মানুষ এই বিপদরাশী হইতে মুক্তি পাইবে কিনা, এমন সংশয়ও দেখা দিবে। তখন বিপদরাশী সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যু কামনা করিবে। আজ উহাই প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। গত অর্ধ শতাব্দীর প্রতি এক নযর দিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, বিপদাবলীর শেষ নাই। একের পর একটি করিয়া বিপদ আসিয়া মানব জাতিকে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। একটি বিপদ গা-সহা হইতে না হইতে অপরটি আসিয়া আরও অধিক জোরে আঘাত হানিতেছে। ইহাতেই কষ্টের অবধি নয়, ভবিষ্যতে যে কি কি বিপদরাশী আসিবে, তাহা আজ কেহ কল্পনাও করিতে পারিতেছে না। প্রলয়ংকরী ঝড়-বাত্যা ও ভুমিকম্প তো আছেই, তদুপরি যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা এবং

আণবিকও উদ্‌যান বোমার ভয়াবহ ধ্বংসকারিতা। এ সবের পর পৃথিবী যে কি আকার ধারণ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই সব বিপদরাশীর সময় জীবিত ব্যক্তিগণ যদি মৃত্যু কামনা করে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নহে।

(২)

وعنه قال قال النبى صلى الله وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضى اعناق الابل ببصرى -

[بخارى ومسلم]

"হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করিতেছেন: নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বলিয়াছেন: 'আস্‌সায়াত' কখনও আসিবে না এমন কি হেজায ভূমি হইতে এক অগ্নি প্রজ্জলিত হইবে, যাহা বসরা পর্যন্ত উটের গ্রীবা আলোকিত করিবে।"

[বোখারী মুসলিম]

(ক) এই হাদিসে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, উহা এক দিক দিয়া পূর্ণ হইয়াছে। আব্বাসিয়গণের খেলাফত কালে 'মদিনায়' কয়েক দিন যাবৎ ভূমিকম্প হইতে, থাকে। তারপর, ভূমি বিদীর্ণ হইয়া এক প্রকার অগ্নি-প্রজ্জলিত হয়। সেই অগ্নি চল্লিশ দিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। উহার বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, উহা দ্বারা লৌহ এবং পাথর ভস্ম হইত। কিন্তু সবুজ তৃণ লতা জ্বলিত না। উহার আলো বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল।

(খ) 'বসরা পর্যন্ত উটের গ্রীবা আলোকিত করিবে' হইতে এই ভবিষ্যদ্বাণীও বুঝা যায় যে, উটের ন্যায় এক যানবাহন হেজাযে প্রচলিত হইবে—যাহা অগ্নির সাহায্যে চলিবে। যথা, অধুনা হেজাযে 'বাস-সার্ভিস' প্রচলিত হইয়াছে। সেই 'অগ্নি-যানবাহন' আরব দেশে 'উট' ব্যতীত আর কিসের দ্বারা তাবিল করা যাইতে পারে? যেহেতু উটই আরব দেশের 'জাহায,' এজন্য আঁ-হযরত (দঃ) কে রূপকভাবে উটের গ্রীবাদেশ আলোকিত করিয়া দেখান হয়।

— والله اعلم بالصواب —

'আহমদীর' চাঁদা যাঁহার বকেয়া আছে, পরিশোধ করুন।
'আহ্‌মদীর' নূতন গ্রাহক দিন।

বিনীত—
ম্যানেজার

ধর্মের উদ্দেশ্য

—স্যার চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খাঁ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

তৃতীয় উদ্দেশ্য

তৃতীয় উদ্দেশ্য খোদার পথ অন্বেষণের আগ্রহ মানুষের মনে কায়েম করা। কারণ ইহা ছাড়া মানুষের জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। খোদা-তা'লা মানুষকে এমন এক প্রাণীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও শক্তির মধ্যে অশেষ উন্নতির বীজ নিহিত আছে। বহু বস্তুর উপর পরোক্ষ এবং বহু বস্তুর উপর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। এমন কি সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহ নক্ষত্রকেও আল্লাহ্-তা'লা তাহার কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন। উহাদিগকে তাহার অবৈতনিক চাকর করা হইয়াছে। ঊর্ধমণ্ডল ও উহার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু, পৃথিবী ও ইহার মধ্যস্থিত সমুদায় ভাণ্ডার —বায়ু, বিদ্যুৎ ও উহাদের লুক্কায়িত শক্তিগুলি তাহার সেবায় নিযুক্ত। উহাদিগকে ব্যবহার করিবার ক্ষমতাও তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু একথা একেবারেই অযৌক্তিক যে এই সমগ্র সুশৃঙ্খলাপূর্ণ মহা ব্যবস্থা ও সীমাতীত আয়োজনে তাঁহার শুধু অইটুকু উদ্দেশ্য মাত্র রহিয়াছে যে, মানুষ এই পৃথিবীতে কয়েক বৎসর জীবন ধারণের পর লয় পাইবে এবং এমন কোন মর্যাদা লাভ করিবে না, যাহার ফলে চির জীবন ও অনন্ত উন্নতির পথে চলিবে। যদি ইহাই হয়, তবে মানুষ সৃষ্টি, বরং পৃথিবী সৃষ্টিই নিরর্থক ও বৃথা হইয়া পড়ে। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহার বান্দাগণের মুখে কহিতেছেন ঃ

"রাব্বানা-মা খালাকতা-হাযা বাতেলা"
['সুরাহ্ আলে-ইমরান', শেষ রুকু]

"খোদা, তুমি এই বিশ্ব বৃথা সৃষ্টি কর নাই। ইহা সৃষ্টির 'কারণ' আছে।" সেই 'কারণ'—সেই উদ্দেশ্যের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন ঃ

"মা-খালাক-তুল্ জিন্না ওআল্ই-ন্সা ইল্লা লেইয়া'বুদুন।"
['সুরাহ্ জারিয়াত' রুকু ৩]

"আমি জ্বেন ও মানুষ শুধু এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করিয়াছি যে, আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবে এবং আমার হইবে।" ইহাই প্রকৃত উদ্দেশ্য, যাহা সাধন করা প্রত্যেক ধর্মেরই অবশ্য কর্তব্য এবং ইহারই জন্য ইস্লাম অবতীর্ণ হইয়াছে

এবং ইস্‌লামের রসুল পাক (সাঃ আঃ) আবির্ভূত হন। কোরআন করীমে খোদা-তা'লা বলেন ঃ

"উদ্‌উ' ইলা সাবিলে রাব্বিকা বিল্‌-হেক্‌মাতে ও মাওইয়াতিল্‌ হাসানাতে।" ['সুরাহ্‌ নহল,' রুকু ১৬] "ও ইন্নাকা লা-তাহ্‌দী ইলা সেরাতিম্‌ মুস্তাকীম, সেরাতিল্লাহেল্‌-লাযী লাহু মা ফিস্‌ সামাওয়াতে ও ফিল্‌-আরদে। আলা ! ইলাল্লাহে তাসীরুল্‌ উমুর।" ['সুরাহ্‌ শুরা', রুকু ৫] "এহ্‌দেনাস্‌ সেরাতাল্‌ মুস্তাকীম। সেরাতাল্‌ লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম্‌।" ['সুরাহ্‌ ফাতেহা'] "ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লা-নাহ্‌দি-ইয়ান্না-হুম্‌ সুবুলানা।" ['সুরাহ্‌ আন্‌কবুত, রুকু ৭]

অনুবাদ

"তুমি তোমার প্রভুর পথের দিকে ডাক হেকমতের সহিত এবং উচ্চাকার ওয়ায নসিহতের দ্বারা [অর্থাৎ, যৌক্তিক প্রমাণ ও সত্যিকার অভিজ্ঞতা দ্বারা] কারণ তুমি সেই সোজা পথের দিকে নিয়া যাও, যাহা খোদার পথ, যাঁহার হাতে জমিন আসমানের যাবতীয় বস্তুর কর্তৃত্ব রহিয়াছে ও যাবতীয় বিষয়ের শেষ মীমাংসা যাঁহার নিকট আছে।" তারপর সেই পথ প্রাপ্তির জন্য দোয়া শিখান হইয়াছে, "আমা দগকে সোজা পথ দেখাও এমন ব্যক্তিগণের পথ, যাঁহাদিগকে তুমি পুরস্কার দিয়াছ।" তারপর বলেন, "যাহারা আমার অন্বেষণের চেষ্টা করিবে, আমি তাহাদিগকে আমার বহু পথ প্রদর্শন করিব।"

উপরে উদ্ধৃত আয়াতগুলি হইতে একথা সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে, খোদার পথ অন্বেষণ করা মানুষের জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু মানুষ কখনো কোন বস্তু তালাস করে না, যে পর্যন্ত না উহার প্রয়োজন অনুভব করে। তারপর, যতই কোন বস্তুর গুরুত্ব ও প্রয়োজন থাকে, ততই শক্তি দিয়া তাহা তালাস করে। মানুষের প্রয়োজনগুলি তাহার নানা প্রকার চিত্তানুভূতির সহিত সংশ্লিষ্ট। অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, প্রেমানুভূতির সহিত সংস্লিষ্ট প্রয়োজনীয় বস্তুর অনুসন্ধানে মানুষ সর্বাপেক্ষা মনোযোগী হয়। কারণ প্রেম মনের উপর অধিকার বিস্তার করে। মনের অধীন সমগ্র দেহ। মানুষ যাহা ভালবাসে, উহাই অধিক স্মরণ করে এবং উহাকেই নিয়া অধিক আলোচনা করে। অন্য দিকে সে তাকায় না, অন্য বিষয়ে সে কান দেয় না। সুতরাং, খোদার পথের অনুসন্ধান কোরআন করীম প্রেম-আবেগের সহিত সংস্লিষ্ট করিয়াছে এবং ঐশী প্রেমের মুকাবিলা অন্য যাবতীয় প্রেমকে 'পরবর্তী বিষয়' বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে। সুতরাং, এবাদতে শেরেক নিষিদ্ধ। সেইরূপ, প্রেমেও শেরেক নিষিদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্থলে, খোদা-তা'লা বলেন ঃ

"ও মিনান্ নাসে মাঁই-ইয়াত্তাখেযু মিন্ দুনিল্লাহে আন্দাদাঁই, ইয়াহিব্বুনাহুম্ কা-হুব্বিল্লাহে ওআল্লাযীনা আমানু আশাদ্দু হুব্বাল্ লিল্লাহে।" ['সুরাহ্ বাকারাহ্']

অর্থাৎ, "কোন কোন মানুষ আল্লাহ্-তা'লার শরীক সাধারণ বস্তুর মধ্যে করে। উহাদিগকে তেমনি প্রেম করে, আল্লাহ্কে যেমন প্রেম করা কর্তব্য। অথচ যাহারা ইমান আনে, তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও প্রবল প্রেম থাকে আল্লাহ্র।" খোদার সৃষ্টির জন্য প্রেম, শুধু খোদার উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। সুতরাং, যেহেতু তিনি প্রকৃত প্রেমাধার তাঁহার পথ অনুসন্ধানের প্রয়োজন। অনেকে খোদার অস্তিত্ব মানে না। কোথায় তাঁহাকে প্রেম করিবে? সে জন্য এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, যে পর্যন্ত স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত না হয়। এজন্য কোরআন করীম তাহাই করিয়াছে। ইহা খোদা-তা'লার অস্তিত্বের এত অধিক প্রমাণ দিয়াছে যে, তারপর মানুষের আর কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। তারপর, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণাবলীর এমন পূর্ণাঙ্গীন ও উচ্চ জ্ঞান দিয়াছে, যাহা দেখিয়া খোদা-তা'লার প্রেম ও তাঁহার অন্বেষণের আগ্রহ একটি অগ্নি-শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। স্পষ্ট কথা, কাহারো জন্য ভাল-বাসা তাহার সৌন্দর্য বা অনুগ্রহ বশতঃ হইয়া থাকে। এই জন্য কোরআন করীমে আল্লাহ্-তা'লার গুণাবলীর সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভের উপর এতখানি জোর দেওয়া হইয়াছে যে, অন্য কোন ধর্ম পুস্তক ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে না। কোরআন করীম খোদা-তা'লার রূপ ও দয়ার এমন সঠিক ছবি অঙ্কন করিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া মানুষ এক মুহূর্তও খোদা হইতে পৃথক হইতে পারে না। খোদা-তা'লার রূপ ও দয়া সম্বন্ধে কোরাআন করীম যাহা বলিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন আয়াত দৃষ্টান্ত স্বরূপে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"কুল্ হুআল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ্ লাম্ ইয়ালিদ্ ও লাম্ ইয়ুলাদ্ ও লাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুআন্ আহাদ্।"

['সুরাহ্ এখ্লাস্']

"ও লিল্লাহিল্ আস্মাউল্ হুস্না, ফাদ্উহু বিহা।"

['সুরাহ্ আরাফ,' রুকু ২২]

"আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুআল্ হাইয়্যুল্ কাইয়্যুম, লা তাযুহু সিনাতৌঁ ওলা নাওঁম। লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতে ওমা ফিল্ আর্দে।"

['সুরাহ্ বাকারাহ,, রুকু ৩৪]

"আল্-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল্-আলামীন। আর্-রাহ্মানির্ রাহীম। মালেকে ইয়াওঁ-মিদ্-দ্বীন।"

['সুরাহ্ ফাতেহা']

হু-আল্লাহুল্ লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুআ,

আলেমুল্-গাইবে ও আশ্-শাহাদাতে, হুআর্-রাহ্‌মানুর্ রাহীম। হুআল্লাহুল্ লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুআ। আল্-মালেকুল্ কুদ্দুসুস্ সালামুল্ মুমে'নুল্ মুহাইমেনুল্ আযীযুল্ জাব্বরুল্ মুতাকাব্বির। সুব্‌হানাল্লাহে আম্মা ইয়ুশ্‌রেকূন। হুআল্লাহুল্ খালেকুল্ বারিউল্ মুসাব্বেরু, লাহুল্ আস্‌মাউল্ হুস্‌না। ইয়ুসাব্বেহু লাহু মা ফিস্ সামাওয়াতে ওয়াল্-আরদে, ও হুআল্ আযীযুল্ হাকীম।"

['সুরাহ্ হাশর,' রুকু ২]

অনুবাদ ঃ

"বল আল্লা এক। অর্থাৎ তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি অভাবহীন এবং কাহারো মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহার কোন পুত্র নাই। কারণ ছেলে হয় নশ্বর জীবের। তাঁহার কোন পিতা নাই। কারণ, তিনি অনাদি অনন্ত। এবং কেহও তাঁহার মর্যাদার সমকক্ষতা করিতে পারে না। সৌন্দর্যময় গুণাবলী আল্লাহ্‌র। ঐ সকল গুণের সাহায্যে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। আল্লাহ্ সেই সত্ত্বা, যিনি ছাড়া উপাস্য কেহ নাই। তিনি সদা জীবিত এবং তিনি সকলের আশ্রয়। তাঁহার কখনো তন্দ্রা হয় না, কখনো তিনি ঘুমে আক্রান্ত হন না। জমিন আসমানে যাহা কিছু আছে, সবই তাঁহার। সম্যক প্রশংসার ও সৌন্দর্য আল্লাহ্‌রই। তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক, স্রষ্টা ও প্রভু। তিনি পরিশ্রম ছাড়াও দান করেন এবং চাহিলে ও পরিশ্রম করিলেও দেন। পুরস্কার ও শাস্তির সময়ের মালিক। আল্লাহ্ সেই সত্ত্বা, যিনি ব্যতীত কোন অস্তিত্বই প্রিয়, আরাধ্য ও উপাস্য নয়। তিনি লুক্কায়িত ও প্রকাশিত সবই জানেন। তিনি অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু। আল্লাহ্ সেই অস্তিত্ব, যিনি ছাড়া কেউ প্রিয়, আরাধ্য ও উপাস্য নয়। তিনিই বাদশাহ্, পরম পবিত্র, সদা নিরাপদ, পরিবর্তনহীন, শান্তি-দাতা, সর্ব তত্ত্বাবধায়ক, সর্বশক্তিমান, বিকৃতির সংশোধনকারী, মহা গৌরবময়। পবিত্র ; এবং তাহারা যাহা শরীক করে, তদূর্ধে। সেই আল্লাহ্‌ই পরম পরিকল্পনাকারী, আত্মা ও দেহের স্রষ্টা এবং আকৃতিদাতা। তাঁহারই সমস্ত সুন্দর নাম। তিনি নিরঞ্জণ হওয়ার ঘোষণা জমিন আসমানের সব বস্তু করিতেছে এবং তিনি শক্তিময়, প্রজ্ঞাময়।"

খোদা তাঁহার দিকে আহ্বান করিবার জন্য দুইটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। এক তো তাঁহার গুণাবলী (ছিফাত) প্রকাশার্থে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিশ্বের সব বস্তুতে সৌন্দর্য ও উপকারিতা রাখিয়াছেন। ঐ সকল বস্তু দর্শনে মানুষ তাহার স্রষ্টার সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের বিষয় অনুমান করিতে পারে।

"চশ্‌মে মাস্তে হার্ হুসায়েন হরদম্
দেখাতি হায় তুঝে
হাত হায়্ তেরী তারাফ্ হার্ গিসুয়ে
খুম্‌দার কা

চশ্‌মায়ে খুরশিদ মে মাওজেঁয়্য তেরী
মাশ্‌হুদ হাঁয়্য
হার্‌সেতারে মেঁ তামাশা হাঁয়্য
তেরী চাম্‌কার কা"

দ্বিতীয়, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে খোদা বিশেষভাবে তাঁহার নিজ সত্তার জন্য প্রেমের আবেগ রাখিয়াছেন। প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণে একটা প্রেমাগ্নি জ্বলিতেছে। উহা একটা হারাণ ধন খুঁজিতেছে। ইহা সেই প্রেমেরই আবেগের প্রভাবে বহু ব্যক্তি ভ্রমক্রমে, যে প্রেম প্রকৃত প্রেমাধারের প্রাপ্য ছিল অন্যের জন্য ব্যয় করিতেছে। তারপর, যখন নশ্বর বলিয়া ঐ সকল বস্তু বিরহ রেখা টানিয়া সরিয়া পড়ে, তখন হৃদয় অনুভব করে যে, এই প্রেম ঐ সকল নশ্বর বস্তুর জন্য ছিল না, বরং অন্য সত্তার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তাহার স্বাভাবিক হেদায়েতের অনুবর্তিতা করে, অবশেষে এক দিন তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভ করে। কিন্তু খোদা জড়-জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট এই দুই উপায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন নাই—তিনি আপন ভক্তকে প্রেম দান পূর্বক হয়রাণ করিয়া ছাড়েন নাই, বরং তিনি যেমন বেদনা দিয়াছেন ঔষধও দিয়াছেন। যে জিনিষের তিনি প্রেম দিয়াছেন, উহার পথও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। যখনি মানুষের মধ্যে 'গাফিলতি' জন্মিয়াছে এবং আল্লাহ্-তা'লাকে মানুষ ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তিনি তাঁহার কালাম লোকের বিস্মৃত সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ করিয়া আসিতেছেন। ইহারই প্রতি এই আয়েত করীমা নির্দেশ করিতেছে:

"ওকালুল্‌ হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযি হাদানা লেহাযা ওমা কুন্না লেনুহ্‌তাদি লাউ লা আন্‌ হাদানাল্লাহ্।"

['সুরাহ্ আরাফ,' রুকু ৫]

অর্থাৎ, "খোদা-তা'লাকে শত শত ধন্যবাদ, তাঁহার অনন্ত শোকর! তিনি আমাদিগকে তাঁহার পথ নিজেই শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি নিজেই আমাদিগকে শিক্ষা না দিলে আমরা কখনো তাঁহার পথের সন্ধান পাইতাম না।" মানুষের যুক্তি শুধু এইটুকু পর্যন্তই পৌঁছাইতে পারে যে, এই মহা শৃঙ্খললাময় বিশ্বের কোন স্রষ্টা থাকা সম্ভবপর। কিন্তু 'থাকা সম্ভবপর' এবং 'আছেন' এই দুই উক্তির মধ্যে ভীষণ প্রভেদ। 'থাকা সম্ভব' সন্দেহ জ্ঞাপক এবং 'আছেন' প্রত্যয় প্রকাশক। কোন সন্দেহ জনক অস্তিত্বের প্রেমে কে মত্ত হইবে? কে শুধু একটা সন্দেহের বশবর্তী হইয়া জান, মাল কুরবান করিতে পারে? সুতরাং, ধর্মের কর্তব্য মানুষের হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাইয়া আল্লাহ্-তা'লার প্রকৃত অন্বেষণ সৃষ্টি করে—যাহা কেবলমাত্র মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তা দ্বারা জানিতে পারে না। তাঁহার বাক্য না হইলে, মানুষের বুদ্ধি ও তাহার যুক্তি তাঁহার প্রতি এই অনুগ্রহ করিত যে খোদা তো নিরুদ্দেশের গহ্বরে

বাস করিতেন, কিন্তু বুদ্ধিমান মানুষ তাঁহাকে বাহির করিত। এক দিকে এই প্রকার লুকায়িত থাকা এবং অন্য দিকে মানুষের শক্তিবলে তাঁহার প্রকাশ হইলে ইহা শুধু আল্লাহ্-তা'লা ও বান্দার মধ্যকার প্রেমের ক্ষতি সাধন করিত না, বরং মানুষের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যকে প্রায় বিলোপ করিত। কারণ উহা পূর্ণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব হইত, যদি খোদা-তা'লা স্বয়ং তাঁহার বান্দাগণকে তাঁহার দিকে আহ্বানের ব্যবস্থা না করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে, সত্য ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য আল্লাহ্-তা'লার অস্তিত্বকে বান্দার নিকটবর্তী করা এবং সন্দেহ সংশয়ের অন্ধকার হইতে মানুষের মনকে পরিষ্কৃত করা। ইস্‌লাম এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। আমরা লিখিয়াছি যে, ইস্‌লাম খোদা-তা'লার গুণাবলীর সঠিক জ্ঞান দিয়া মানুষের চক্ষুকে দর্শন-শক্তি দেয় এবং হৃদয়ে তাঁহার প্রেম সঞ্চার করে। তারপর, তিনি শুধু কথার মধ্যেই তাঁহার প্রভাবকে সীমা-বদ্ধ করেন না, বরং তাহার জন্য আবেক্ষণের (মুশাহাদা, বা প্রত্যক্ষ দর্শন ও অভিজ্ঞতার) দরজা খুলেন। অর্থাৎ, দোয়া কবুলের দরজা খুলিয়া প্রত্যেক মানুষকে তাহার যুক্তি ও বুদ্ধির চক্ষে খোদার অস্তিত্ব দেখিবার সুযোগ দেন এবং তাহার মিলনের আশ্বাস দিয়া তাহার সাহস বৃদ্ধি করেন। কোরআন শরীফে আল্লাহ্-তা'লা বলেন ঃ

"ওইযা সা-আলাকা এ'বাদি আ'ন্নি ফা-ইন্নি করীব, উজীবু দা'ও-তাদ্ দায়ে' ইযা দা-আ'নে, ফাল্-ইয়াস্তাজেবুলি ওআল্-ইয়ুমেনু বি লাআ'ল্লাহুম্ ইয়ারশুদূন।"

['সুরাহ্ বাকারাহ্,' রুকু ২৩]

অর্থাৎ, "যদি আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে আমি কোথায়, তবে তুমি তাহাদিগকে বল যে আমি তাহাদের নিকটেই আছি, আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি। সুতরাং, তাহারা দোয়া দ্বারা আমার নৈকট্য অন্বেষণ করিবে এবং আমার উপর ইমাম আনিবে, যাহাতে কৃতকার্যতা লাভ করে।"

মানুষের প্রকৃতিতে একথা রক্ষিত আছে যে, যে জিনিষ তাহার নাই, তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করে। যদি চাহিলে মিলে, তবে চায়। খোদা তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় 'দোয়া' নির্দেশ করিয়াছেন। দোয়া মনুষের একটি স্বভাবিক ধর্ম। সার কথা, ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য সেই খোদার পরিচয় দান যিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রেমের ঐ স্থানে পৌঁছান, যাহা অন্য প্রেমকে দগ্ধ করে এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন করে ও প্রকৃত পবিত্রতার সাজে সজ্জিত করে। কিন্তু আমি দেখিতে পাই যে, বর্তমান যুগে এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। অধিকাংশ মানুষ নাস্তিক-

তার কোন শাখা প্রশাখাকে ধরিয়া রহিয়াছে। খোদা চেনা বিরল। এই জন্যই পৃথিবীতে গুণাহ্ করিবার দুঃসহসিকতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কারণ ইহা জানা কথা, যে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় না, উহার মর্যাদা, প্রেম বা ভয় কিছুই হৃদয়ে থাকে না। সর্ব প্রকার প্রেম, ভয় ও মর্যাদা পরিচয়ের পর জন্মে। সুতরাং, ইহা হইতে প্রকাশ পায় যে আজকাল পৃথিবীতে পাপের আতিশয্যের কারণে খোদা-তা'লার 'মারেফাত' বা প্রকৃত পরিচায়র অভাব। সত্য ধর্মের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে একটি মহান উদ্দেশ্য খোদা'তা'লার সহিত পরিচয় করা ও তাঁহার পরিচয়ের উপায় নির্ধারণ, যাহাতে মানুষ গুণাহ্ হইতে নিবৃত্ত থাকে এবং খোদা-তা'লার রূপ ও গুণের সন্ধান পাইয়া কামেল প্রেমে মত্ত হয় এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-চ্যুতিকে 'জাহান্নাম' হইতে খারাপ মনে করে।

চতুর্থ উদ্দেশ্য

ধর্মের চতুর্থ উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে প্রেমের আবেগ নিহিত থাকিবার ন্যায় প্রেম লাভ করিবার আগ্রহও তাহার মধ্যে রক্ষিত আছে। মানুষ কাহাকেও ভালবাসিলে তাহার এই আগ্রহও হয় এবং ইহা তাহার স্বাভাবিক প্রেরণা যে, তাহার প্রেমাস্পদ তাহার প্রেমের প্রত্যুত্তরে তাহার সহিত প্রেম করিবে, তাহাকে আপনার নিকট স্থান দিবে, প্রেম সূচক ব্যবহার করিবে, প্রেম জনক কথা বলিবে এবং সহানুভূতি সূচক আচরণ করিবে। যেহেতু সকল ধর্মই এ সম্বন্ধে একমত এবং যুক্তির দিক হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ধর্মের উদ্দেশ্য হইল মানুষের হৃদয়ে খোদা-তা'লার প্রেম, তাঁহার দিকে আকর্ষণ ও মনোযোগ সৃষ্টি করা—সেই হেতু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে এই প্রেমের ফলে খোদা-তা'লার প্রেমের দ্বার উদ্‌ঘাটন করাও ধর্মের কর্তব্য। নতুবা একদিকে অগ্নি-সংযোগ এবং অন্য দিকে নিস্তব্ধতা, ইহা তো একটা 'আযাব' (শাস্তি) এবং ইহা কখনো স্বীকার করা যায় না যে, মানুষকে আল্লাহ্-তা'লা একটি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ধর্মের উদ্দেশ্য শুধু এইটুকু যে এমন অগ্নিসংযোগ করিবে, যাহা কখনো নির্বাত হইবে না এবং এমন আগ্রহ সৃষ্টি করিবে, যাহা কখনো পূর্ণ হইবে না এবং এমন গন্তব্যের পথ প্রর্শন করিবে, যেখানে পৌঁছা কখনো সম্ভবপর নহে। যদি ধর্মের ইহাই উদ্দেশ্য হয়, তবে ধর্ম অপেক্ষা অশুভ ও ধ্বংস-কামী বস্তু আর কিছুই নাই।

বস্তুতঃ, স্বীকার করিতে হইবে, সত্য ধর্মের ইহাও একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, ইহা শুধু মানুষেরই অন্তঃকরণে আল্লাহ্-তা'লার প্রেম ও তাঁহার মিলনের আগ্রহ জন্মাইবে না, বরং

ইহা এমন পথ শিক্ষা দিবে যাহার উপর চলিয়া মানুষ খোদার প্রেমও লাভ করিতে পারে। সে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সুখানুভব করিবে। তাঁহার সহিত বাক্যালাপের মহেন্দ্র ক্ষণ লাভ করিবে। তাঁহার প্রেমের রস-স্বাদ করিবে এবং তাঁহার অপার অনুগ্রহ লাভ করিবে। যদি বলা হয় যে, ভবিষ্যৎ জীবনে আল্লাহ্-তা'লার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হইবে, তবে ইহা ঠিক নয়। পরকালে সাক্ষাৎ প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ প্রথম তো সত্যিকার প্রেমিক বাকী বকেয়া এবং ধার করা বস্তুতে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। তারপর, পরকালে খোদা কাহারো প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? এতখানি আগ্রহ জন্মাইবার পর শুধু একটা 'কাল্পনিক আশার সৃষ্টি' হাস্যোদীপক বটে। ইহার কোনই মূল্য নাই। সুতরাং সত্য ধর্মের কর্তব্য, উহা ইহলোকেই তৃষাতুর প্রেমকে মিলনের পেয়ালা পান করাইবে এবং পরম প্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইবে, তাঁহার নৈকট্য প্রদান করিবে। যে ধর্ম এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না, উহা কখনো বিশ্বের জন্য 'রহমত' নয় বরং অভিশাপ (লানত)। উহা আরোগ্যকারক নয়, রোগোৎপাদক। ঔষধ নয়, ব্যাথা। আল্লাহ্-তা'লা কোরআন করীমে বলেন ঃ

"কুল ইন্ কুন্তুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবেউ'নি ইয়ুহ্‌বিব্‌কুমুল্লাহু ওইয়াগ্‌ফের্ লাকুম্ যুনুবাকুম, ওআল্লাহু গাফুরুর্-রাহীম।"

['সুরাহ্ আলে-ইম্‌রান,' রুকু ৪]

"বল, হে মানুষ, যদি তোমারা খোদাকে প্রেম কর এবং তাঁহার যার পর নাই আশেক হইয়া থাক, তবে আমার অনুবর্তিতা কর, অর্থাৎ, ইস্‌লামকে তোমাদের জীবনের মূলনীতি স্বরূপে বরণ কর। ইহা হইলে খোদা তোমাদিগকে তাঁহার প্রিয়রূপে গ্রহণ করিবেন এবং তোমাদের দোষত্রুটি ক্ষালন করিবেন। কারণ, আল্লাহ্ অত্যন্ত পর্দাপুষি করেন এবং অনুগ্রহ করেন।"

এই আয়েত ঘোষণা করিতেছে যে, মানুষ শুধু ঐশীপ্রেম হৃদয়ে স্থান দিয়া সন্তুষ্ট হইবে না, বরং তাহার জন্য এখনো 'প্রিয়' হওয়ার পদ লাভ বাকী আছে। ইহা সে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলেহী ও সাল্লামের অনুবর্তিতার ফলে লাভ করিবে। এই আলোচনার দ্বারা স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠে, যাঁহারা খোদা-তা'লার প্রিয় হইয়া পড়েন, তাঁহাদের পরিচয় কি? কি লক্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগকে চেনা যায়? কারণ বলা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্য প্রাপ্তির কোন কোন আলামত থাকিতে হইবে। নচেৎ, মুখে তো প্রত্যেকেই বলিতে পারে যে, সে এই দিতে পারে, সেই দিতে পারে। প্রশ্ন, সে বাস্তবিক কাহাকেও কিছু দিয়াছে কি? যদি ইহার প্রমাণ না

দেওয়া হয়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উদ্দেশ্যটি শুধু স্বার্থ সিদ্ধির মানষে দাঁড় করান হইয়াছে, যাহাতে অন্য ধর্ম সমূহের উপর প্রধান্য স্থাপন করা হয়। এই প্রশ্নের উত্তর এই: প্রথম, আমরা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, এই উদ্দেশ্য সম্মুখে ধারণ না করিলে কোন ধর্ম সত্য ধর্ম হওয়ার দাবী-দার হইতে পারে না। দ্বিতীয়, ধর্ম এই উদ্দেশ্যও সফল করে বলিয়া প্রমাণ আছে। ইস্‌লাম এই উদ্দেশ্যকেও উপস্থিত করে এবং যাঁহারা এই উদ্দেশ্য লাভ করেন, তাঁহাদের লক্ষণগুলিও বর্ণনা করে। তন্মধ্যে কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খোদার প্রিয় ব্যক্তিগণের

পরিচয় ও লক্ষণ

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, খোদার প্রিয় ব্যক্তিগণ দুই প্রকার। প্রথম ঐ ব্যক্তিগণ যাহারা খোদা'তালার হুজুরে নৈকট্য (কুরব) লাভ করেন, কিন্তু সকল লোকের নিকট তাঁহাদের নিজেকে উপস্থিত করা তাঁহাদের কর্তব্য নয় এবং লোকেরও ইহা কর্তব্য নয় যে, তাঁহাদের অন্বেষণ ও কামেল অনুবর্তিতা করিবে। তাঁহারা মুসলমানগণের নিকট "আওলিয়াউল্লাহ্' নামে পরিচিত। তাঁহাদের সঙ্গ লাভ অত্যন্ত লাভ জনক। আধ্যাত্মিক ঘাঁটি সমূহ অতিক্রমে তাঁহাদের অনুসরণ বড় ফল-প্রদ। তাঁহাদের সঙ্গের ফলে খোদা'তালার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ হয়। তাঁহাদের লক্ষণ এবং তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ সম্বন্ধে কোরআন করীমের নিম্ন লিখিত আয়েতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে:

"আলা, ইন্না আওলিয়াল্লাহে লা-খাওফুন্ আলাইহিম্ ওলা হুম্ ইয়াহ্যানুন। আল্লাযীনা আমানু ও কানু ইয়াত্তাকূন। লাহুমুল্ বুশ্‌রা ফিল্ হায়াতেদ্ দুন্‌য়্যা ও ফিল্ আখেরাতে, লা-তাব্‌দিলা লে-কালিমাতিল্লাহে, যালেকা হুয়াল্ ফাওযুল্ আযীম্।"

['সুরাহ্ ইউনুস', রুকু, ৭]

"ওয়াস্‌বের নাফ্‌সাকা মা'আল্লাযীনা ইয়াদ-উনা রাব্বাহুম্ বিল্-গাদাওয়াতে ওআল্ আশিয়্যে ইয়ুরিদুনা ওআজ্‌হাহু ওলা তা'দু আলাইকা আন্‌হুম, তুরিদু যিনাতাল্ হায়াতেদ্ দুন্‌য়্যা, ওলা তুতি' মান্ আগ্‌ফাল্‌না কাল্‌বাহু আন্ যেক্‌রেনা ওয়াত্তা-বাআ' হাওয়াহু ও কানা আম্‌রুহু ফুরুতা।"

['সুরাহ্ কাহাফ,' রুকু ৪]

অনুবাদ:

"অবহিত হও, খোদার প্রিয় ব্যক্তিগণের ভয় নাই এবং তাঁহারা চিন্তিতও থাকেন

না। [অর্থাৎ, তাঁহাদের নিজের জন্য ভয় বা শোক থাকে না—অন্যের কষ্টের ভয় ও চিন্তা থাকে। তাঁহারা নিজে শান্ত চিত্ত এবং অন্যের ইস্‌লাহ্‌র জন্য চিন্তিত থাকেন।] তাঁহারা ইমানদার ও পরহেজগার। তাঁহাদের জন্য সুসংবাদ এ জীবনেও এবং পরকালেও। খোদার কানুন কেহ টলাইতে পারে না। ইহা অতি বড় কৃতকার্যতা। [অর্থাৎ, খোদা-তা'লার তরফ হইতে তাঁহাদিগকে গায়েবের কথা শিক্ষা দেওয়া হয়। তন্মধ্যে কোন কোনটি ইহলোকে ঘটে এবং কতকগুলি পরকালে ঘটিবে। ইহা এজন্য, যেহেতু তাঁহাদের সঙ্গ লাভের জন্য সঙ্কল্পকারীদের নিকট দলীল থাকে।] এবং তোমরা তোমাদের মনকে তাঁহাদের সহিত বাঁধ, যাঁহারা তাঁহাদের রাব্ব্‌কে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকেন—তাঁহারাই তাঁহার চেহারা, অর্থাৎ দৃষ্টির অপেক্ষা করেন। তোমার চক্ষু এহেন ব্যক্তিগণ হইতে এদিক সেদিক যাইবে না। পার্থিব জীবনের চাকচিক্যের জন্য এই প্রকার ব্যক্তির অনুবর্তিতা করিবে না, যাহার আন্তঃকরণ আমাকে এরূপ অবজ্ঞা করিয়াছে যে, আমার স্মরণ হইতে গাফেল হইয়াছে। কারণ এই প্রকার ব্যক্তির অবস্থা এরূপ হইবে যে, সে তাহার প্রবৃত্তির আজ্ঞানুবর্তিতা করিবে। তাহার কার্যকলাপ মধ্যপন্থার বিরোধি হইবে। [অর্থাৎ, নিজাত্মাকে ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গে থাকার জন্য বাধ্য কর, যাঁহারা সকাল সন্ধ্যা খোদাকে ডাকেন। খোদাকে ডাকা যেন তাঁহাদের খাদ্য। তাঁহাদের উদ্দেশ্য পার্থিব নয়. বরং তাঁহারই সন্তুষ্টি ও দৃষ্টি ভিক্ষা করেন। এহেন ব্যক্তি পাওয়া গেলে, তাঁহাদিগকে এমন প্রেম করিবে যে, তাঁহাদিগ হইতে চক্ষু কখনো এদিক সেদিক করিবে না। যদি মানুষ এই প্রকার লোকের সঙ্গ ত্যাগ করে, তবে এজগতে একাকী থাকিতে তো পারিবে না—গাফেলগণের সঙ্গ গ্রহণ করিবে]।"

দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ্‌র প্রিয় ব্যক্তিগণ হইলেন নবী ও রসুলগণ। তাঁহারা খোদা-তা'লা হইতে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহাদিগকে চেনা ও তাঁহাদে অনুবর্তিতা করা মানুষের পরম কর্তব্য। তাঁহারা খোদা-তা'লার হুজুরে গৃহীত হইয়া প্রেরিত হন, যাহাতে খোদার অন্যান্য বন্দাগণকে খোদার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাঁহারা যেমন খোদার প্রিয় অন্যকেও তেমনি প্রিয়, করেন। তাঁহাদের তিনটি লক্ষণ।

প্রথম লক্ষণ :

খোদা-তা'লার তাঁহাদের জন্য তাঁহার গয়রত প্রকাশ করেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহাদের সত্যতা পৃথিবীতে প্রকাশ

করেন। এই সম্বন্ধে কোরআন করীমের নিম্নলিখিত আয়েতগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"ইন্নাল্লাযিনা ইয়ুহাদ্দুনাল্লাহা ও রাসুলাহু উলায়েকা ফিল্-আযাল্লীন। কাতাবাল্লাহু লা-আগ্লেবান্না আনা ও রুসুলি। ইন্নাল্লাহ কাবিউন্ আযীয।"

['সুরাহ্ মুজাদালা,' রুকু ৩]

"কায্যাবাৎ কাব্লাহুম্ কাওমু নূহেঁও ও আল্-আহ্যাবু মিম্বা'দেহিম্ ও হাম্মাৎ কুল্লু উম্মাতিম্ বেরুসুলেহিম্ লে-ইয়খুযুহু ও জাদালু বিল্-বাতেলে লে-ইয়ুদ্হেযু বেহিল্ হাক্কা ফা-আখায্তুহুম্ ফা কাইফা কানা এ'কাব।"

['সুরাহ্ আল্-মুনে,' রুকু ১]

"ওলাকাদ্ সাবাকাৎ কালিমাতুনা লে-এ'বাদেনাল্ মুরসালীন। ইন্নাহুম্ লাহুমুল্ মান্সুরুন ও ইন্না জুন্দানা লাহুল্ গালেবুন।"

['সুরাহ্ আস্-সাফ্ফাত,' রুকু ৫]

অনুবাদ ঃ

"নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলগণের বিরুদ্ধবাদিতায় চরমে পৌঁছে এবং প্রচণ্ড শত্রুতা করে, তাহারা অত্যন্ত লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরিগণিত হইবে। কারণ, খোদা ইহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'আমিও আমার রসুল জয়ী হইব।' কারণ, খোদা শক্তিশালী ও সর্ব প্রবল। [অর্থাৎ, সর্ব শক্তিমান খোদার বন্ধুও সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিবেন। বর্তমান যুগবাসিগণের পূর্বে নূহের জাতি আমাদের রসুলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছিল এবং তাহাদের পরে আরো বড় বড় শক্তিশালী জাতিগুলি আমাদের রসুলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং প্রত্যেক জাতিই তাহার নিকট যে রসুল পাঠান হইয়াছিল, তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিল এবং বহু প্রবঞ্চনার দ্বারা তাহারা রসুলগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, যাহাতে সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে পারে। অবশেষে, আমি এই সমুদয় বিরুদ্ধবাদীর সকলকেই গ্রেফতার করিয়াছি। তারপর দেখ, আমার শাস্তি কিরূপ ভীষণ ছিল! ইহা অত্যন্ত পাক্কা কথা, আমি আমার পয়গম্বর বান্দাগণের জন্য এই কানুন পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়াছি যে তাঁহারাই বিজয়ী হইবেন ও সাহায্য লাভ করিবেন এবং আমার বাহিনীই জয়ী হইবে।"

দ্বিতীয় লক্ষণ ঃ

খোদা-তা'লা এই সকল ব্যক্তিকে তাঁহার

ভবিষ্যৎ জ্ঞান দান করেন এবং তাঁহার পূর্ণকার শক্তি ও মহিমা প্রকাশের জন্য তাঁহাদের সঙ্গে নিদর্শনরাজি দিয়া থাকেন এবং নিজেই তাঁহাদের জন্য সাক্ষী হন। বিশেষতঃ, যে সকল পয়গম্বর হেদায়েতের পূর্ণতার জন্য বা হেদায়েত বিস্তারের পূর্ণতার জন্য প্রেরিত হন—তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা করা হয়, যাহাতে কোন শত্রু তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে না পারে। এ সম্বন্ধে কোরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"আলেমুল্ গাইবে ফালা ইয়ুয্হেরু আলা গাইবেহি আহাদান্ ইল্লা মানির্-তাযা মির্ রাসুলিন্।" ['সুরাহ্ জ্বেন,' রুকু ২] "ওমা কানাল্লাহু লে-ইয়ুৎলেয়াকুম্ আলাল্ গাইবে, ও লাকিন্নাল্লাহা ইয়াজ্তাবী মির্ রুসুলেহী মাঁইয়্যাশাউ। ফা-আমেনু বিল্লাহে ও রুসুলেহি।" ['সুরাহ্ আলে-ইমরান,' রুকু ১৮] "ও ইয়াকুলুল্লাযিনা কাফারু লাস্তা মুর্সালা, কুল্ কাফা বিল্লাহে শাহিদাম্ বাইনি ও বাইনাকুম্ ও মান্ ইন্দাহু ই'ল্মুল্ কেতাব।" ['সুরাহ্ রাআদ', রুকু ৬] "কুলিদ্উ শুরাকা-আকুম্ সুম্মা কিদুনে ফালা তুন্যেরুন। ইন্না ওলিউল্লাহুল্ লাযি নায্যালাল্ কেতাবা ওহুআ ইয়াতাওল্লাস্ সালেহীন।" ['সুরাহ্ আরাফ,' রুকু ২৪] "কালা সানাশুদ্দু আ'য্দাকা বে-আখিকা ও নাজ্আলু লাকুমা সুলতানান্, ফালা ইয়াসেলুনা ইলাইকুমা বে-আয়াতেনা, আন্তুমা ও মানেৎ-তাবা-আ'-কুমাল্ গালেবুন।" ['সুরাহ্ কাসাস,' রুকু ৪] "ইয়া আইয়ুহার রাসুলু বাল্লেগ মা উন্যিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকা ও ইল্লাম্ তাফ্আ'ল, ফামা বাল্লাগ্তা রেসালাতাহু ও আল্লাহু ইয়া'সেমুকা মিনান্ নাস।" ['সুরাহ্ মায়েদা', রুকু ১০]

অনুবাদ ঃ—

"অন্তর্যামী, 'আলেমুল্-গায়েব' খোদা তাঁহার মনোনীত রসুলগণ ব্যতীত তাঁহার গোপণ বিষয়ে অন্য কাহাকেও প্রাধান্য দেন না। খোদা তোমাদিগকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিখুঁত সাংবাদ দিবেন, এরূপ কখনো মনে করিবে না। কিন্তু তিনি তাঁহার বরগুজিদা রসুলদিগকে সুযোগ দেন। সুতরাং, তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলগণের উপর ইমান আন। কাফেররা বলে যে 'তুমি রসুল নও,' কিন্তু তুমি বল ঃ 'আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ যথেষ্ট সাক্ষী, এবং জ্ঞানীরা সাক্ষী।' তাহাদিগকে বল ঃ 'তোমরা তোমাদের সমস্ত শরীকদিগকে এবং

সাহায্যকারীদিগকে আমার বিরুদ্ধে ডাক এবং যাবতীয় চেষ্টা দ্বারা আমাকে বিনাশ কর, আমাকে মুহলত দিও না। আমার রক্ষাকারী খোদা, যিনি এই কেতাব নাযেল করিয়াছেন। এবং তিনিই সমস্ত সাধুগণের নেগাহবান।' মুসাকেও তিনিই বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার বাহু তোমার ভ্রাতার দ্বারা দৃঢ় করিব। আমি তোমার জন্য আমার শক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করিব। তোমাকে গ্রেফতার করিবার এবং কতল করিবার শক্তি সে পাইবে না। আমার নিদর্শনাবলীর দ্বারা তোমারা দুই জন এবং তোমাদের অনুবর্তিগণ জয়লাভ করিবে'। "হে পয়গম্বর, তোমার রাব্বের নিকট হইতে যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে, তাহা পৌঁছাও এবং যদি তুমি তাহা না কর, তবে তুমি খোদার পয়গাম পৌঁছাইলে না; এবং মানুষের অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করিবেন।"

কোরআন করীম যে সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছে, সময় তাহার সাক্ষী। কেহ কি ইতিহাস হইতে এই সকল ঘটনা মুছিতে পারে, যে মুসা আলাইহেস্ সালাম এমন এক জাতির নিকট আসিয়াছিলেন, যাহারা ফির-আউনের অত্যাচারে তাহাদের জাতীয় জীবন হারাইয়াছিল। তাহাদের জাতীয় জীবনের কথা তাহারা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। যদিও বাহ্যিক উপকরণ হযরত মুসার (আঃ) হাতে কিছুই ছিল না, খোদার শক্তিশালী নিদর্শন ও আক্রমণে ফিরআউনের দলের সমস্ত শক্তি ধ্বংস হইয়াছিল। অতি অল্প কালের মধ্যেই বনি-ইসায়িলের কানে এই বাণী পৌঁছিল:

"ইয়া বনি-ইস্রায়েলা কাদ্ আন্জায়নাকুম্ মিন্ আদুব্বেকুম্।"

['সুরাহ্ তা-হা,' রুকু ৪]

"হে-বনিইস্রায়েল. আমি তোমাদিগকে তোমাদেরশত্রু হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।"

সেইরূপ, কেহ কি, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের যামানার অবস্থা মুছিতে পারে? লক্ষ লক্ষ ফিরআউনের সহিত সংগ্রাম হইয়াছিল। কিন্তু কোন উপায় উপকরণ না থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ফিরআউনকে শুষ্ক মাঠে নিমজ্জিত করা হইল। এই সমুদয় লক্ষণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই খোদা-তা'লা সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে প্রকাশ করেন। যদি কেহ এই সকল ঘট-নাকে ঐতিহাসিক বাড়াবাড়ি মনে করে, তবে কি বর্তমান সময়কার ঘটনাবলীর সম্বন্ধেও কেহ চক্ষু বন্ধ রাখেতে পারে? এযুগে নাস্তিকতার প্রসার এবং ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা ঘাটিয়াছিল। সমস্ত আম্বিয়া

আলাইহেমুস্ সালামকে নূতন শিক্ষার ভাব প্রবাহের প্রভাবে 'সুবিধাবাদী ও মিথ্যাবাদী' প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। সুতরাং, খোদা-তা'ল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামেরা খাদেমগণের মধ্যে নবী ও রসুল করিয়া কাদিয়ানের সম্ভ্রান্ত নিবাসী হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবকে প্রেরণ করেন, যাহাতে তিনি একথা প্রমাণিত করেন যে ইস্‌লাম ধর্ম —হাঁ শুধু ইস্‌লাম ধর্মই সেই মহান উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে, যাহা ধর্মের প্রাণ ও ইহার আত্মা স্বরূপ এবং ইস্‌লাম মানুকে খোদা-তা'লার প্রিয় হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছায়। পূর্ববর্তী নবীগণের জন্য নিদর্শন প্রদর্শনের ন্যায় তাঁহার জন্যও নিদর্শন প্রদর্শনের যে ওয়াদা তাঁহার সহিত খোদা-তা'লা আপন পবিত্র কালামের দ্বারা করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করেন এবং ঠিক তেমনি করেন যেমন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

"পৃথিবীতে একজন নবী আসিলেন, পৃথিবীবাসী তাঁহাকে গ্রহণ করিল না, কিন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন তাঁহার এবং মহা শক্তিশালী আক্রমণ সমুহ দ্বারা সত্যতা প্রকাশিত করিবেন।"

খোদা-তা'লা আরো বলিয়াছিলেন ঃ

"ইয়াসেমুকাল্লাহু ওলাউ লাম্ ইয়াসেমুকান্নাস্' "খোদা তোমার হেফাযত করিবেন, যদিও মানুষ তোমার হেফাযত করিবে না।"

পৃথিবী দেখিয়াছে যে, খোদার সেই প্রিয় ব্যক্তির কিরূপ শত্রুতা হইয়াছিল এবং হইতেছে। যদিও প্রথম রাত্রির নূতন চাঁদের ন্যায় মানুষ তাঁহার আলো চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আজ পৃথিবীর সকল মহাদেশ ও দ্বীপ সমূহে তাঁহার এমন সতিকার প্রেমিকগণ বৃদ্ধি পাইতেছেন যে তাঁহারা কোন রাত বা দিন তাঁহার জন্য দরূদ পাঠ না করিয়া অতিবাহিত করেন না।

'আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদেঁও ওআ'লা আলে মুহাম্মাদেঁও ওআ'লা আব্দেকাল্-মাসিহিল্-মাওউদে ও বারিক্ ও সাল্লিম্'।

তৃতীয় লক্ষণ ঃ

তাঁহারা খোদার গুণাবলীর প্রতীক হইয়া থাকেন। অর্থাৎ, তাঁহাদের দ্বারা খোদা-তা'লার গুণাবলী বিশ্ব-বাসীর সম্মুখে প্রকাশিত হয় এবং মানুষের উপর ঐ সকল গুণাবলীর এমন আলোক বিকাশ হয় যে, তাহারা ঐ সকল

গুণাবলীর প্রকাশ স্বরূপ হয় এবং 'তুখাল্লেকু বে-আখ্‌লাকিল্লাহ্‌"—"আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও" বাণীর জবন্ত আদর্শ বিশ্বের নিকট প্রকটিত হয়। এই লক্ষণটি বিস্তারিতভাবে খোদা-তা'লা নিম্ন-লিখিত আয়াতগুলিতে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

"ইয়ুসাব্বেহু লিল্লাহে মা ফিস্‌ সামাওয়াতে ও মা ফিল্‌ অর্‌দিল্‌ মালিকিল্‌ কুদ্দুসিল্‌ আযাযীল্‌ হাকীম। হুয়াল্লাযি বাআ'সা ফিল্‌ উম্মিয়ীনা রাসুলাম্‌ মিন্‌হুম্‌ ইয়াৎলু আলাইহিম্‌ আয়াতে হ ও ইয়ুযক্কিহিম্‌ ও ইয়ুআল্লেমুল্‌ কিতাবা ও আল্‌ হিক্‌মাতা, ও ইন্‌ কান্নু মিন্‌ কাবলু লাকি যালালিম্‌ মুবীনেঔঁ ও আখারীনা মিন্‌হুম্‌ লাম্মা ইয়াল্‌হাকু বেহিম্‌, ও হুয়াল্‌ আযীযুল্‌ হাকীম্‌।" ['সুরাহ্‌ জুমুআ,' রুকু ১]

অনুবাদ ঃ

"আল্লাহ্‌-তা'লার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে এবং করিতে থাকিবে ঐ সমুদয় বস্তু যাহা আকাশমালায় এবং পৃথিবীতে আছে, তাঁহার এই প্রশংসা গীতির সহিত যে সেই আল্লাহ্‌ বাদশাহ্‌, যাবতীয় ত্রুটি হইতে পবিত্র, তিনি সর্ব-শক্তিমান ও প্রজ্ঞাময়। তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রসুল পাঠাইয়াছেন। [অর্থাৎ আরবগণের মধ্যে।] তিনি খোদার নিদর্শন ও প্রমাণ সমূহ তাহাদের নিকট পাঠ করিতেছেন এবং তাহাদিগকে পবিত্র করিতেছেন—শিক্ষা দিতেছেন তাহাদিগকে কেতাব এবং শরীয়ত এবং শিক্ষা দিতেছেন তাহাদিগকে পূর্ণ জ্ঞান। নিশ্চয়ই তাহারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট বিপথে নিপতিত ছিল। এবং তিনি তাঁহাকে পাঠাইবেন অন্যদের মধ্যে যাহারা তাহাদেরই অন্তর্গত, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাহাদের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহামর্যাদাশালী ও ও প্রজ্ঞাময়। ইহা আল্লাহ্‌র ফযল। যাহাকে চান দেন। এবং আল্লাহ্‌ যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, সে মহা কৃপা লাভ করে।"

এই আয়াত গুলিতে মানুষকে খোদা-তা'লার গুণাবলীর প্রতীক করিবার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে দাবী স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, জমিন আসমানের যাবতীয় বস্তু খোদার তস্‌বিহ্‌র (পবিত্রতা গীতির) সহিত তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিতেছে। বিশেষতঃ, তাঁহার চারিটিগুণ কীর্তন করে। সেই চারিগুণ হইল (১) খোদা বাদশাহ্‌ হওয়া, (২) পবিত্র হওয়া (৩) সব-শক্তিমান হওয়া (৪) প্রজ্ঞাময় হওয়া। কিন্তু এই স্থলে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আস্‌মান জমিনের 'তস্‌বিহ' স্বতঃসিদ্ধ বা চাক্ষুষ বিষয় নয়। নচেৎ, কেহই ইহা অস্বীকার করিত না। বিশেষতঃ কোরআন করীমেও সাধারণ লোকের বোধ শক্তি ইহাকে উচ্চতর

বিষয় রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যেমন খোদা-তালা বলিয়াছেন ঃ

"ও ম্মিন্ শাইইন্ ইল্লা ইয়ুসাব্বেহু বেহাম্‌দেহি ও লাকিল্লা তাফ্‌কাহুনা তাস্‌বিহাহুম্।"

['সুরাহ্ বনি ইস্রায়িল,' ৫]

অর্থাৎ, "প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার প্রশংসা-গীতির সহিত তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তাঁহার 'তস্‌বিহ' বুঝিতে পারে না।" এই প্রশ্নের নিম্ন বর্ণিত উপায়ে উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

জগতে এই রীতি আছে, যে সূক্ষ্ম বিষয় মানুষের বুদ্ধির অগম্য—উহাকে জড় ও স্থূল রূপ, দিয়া, অন্য প্রকার উদাহরণ, বা উপমা দ্বারা বুঝান হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে. চিন্তা একটি সূক্ষ্ম বিষয়। যে পর্যন্ত ইহা মস্তিষ্কে বিরাজমান থাকে, ইহাকে চক্ষুও দেখিতে পায় না, কানও শুনিতে পায় না। সুতরাং, ইহাকে দুইটি স্থূল পরিচ্ছদের একটি পরাইতে হয়। হয় তো চিন্তাকে কালো পোষাক পরাইয়া অক্ষরের আকৃতিতে সাদা কাগজে একত্রিত করিয়া চক্ষুর সহযোগে অপরের বোধগম্য করা হয়, বা শব্দ ও কণ্ঠের পরিচ্ছদ দিয়া বায়ুর বাহিকা শক্তির মধ্যবর্তিতায় কান পর্যন্ত এবং সেখান হইতে মস্তিষ্কে প্রবেশ করান হয়। সেইরূপ, যেহেতু পৃথিবীর প্রতি কণা খোদা-তা'লার 'তস্‌বিহ' করা একটি লুক্কায়িত বিষয় ছিল, ইহাকে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের ব্যক্তিত্বের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম খোদা-তা'লার পূর্ণাকার প্রতিবিম্ব রূপে তাঁহার গুণাবলীর প্রতীক বা প্রতিরূপ হইয়াছেন। তাঁহার অস্তিত্ব হইতে মানুষ বুঝিতে পারে যে, কি প্রকারে প্রত্যেক বস্তু খোদা-তা'লার তস্‌বিহ করিতেছে। সেই জন্য আল্লাহ্-তা'লা স্বীয় গুণাবলী বর্ণনার পর বলিতেছেন ঃ

"হুআল্লাযি বাআ'সা ফিল্ উম্মিয়ীনা রাসুলাম্ মিন্‌হুম।"

অর্থাৎ, সেই খোদা যাঁহার তস্‌বিহ্ ও প্রশংসা-গীতি চলিতেছে তিনি নিরক্ষর লোকের মধ্যে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে আবির্ভূত করেন। আরবেরা ছিল সেই জাতি, যাহাদের উপর কোন ধর্মের প্রভাব ছিল না। তাহারা সাধারণ সভ্যতার মূল-নীতিগুলি হইতেও এতই নীচে ছিল যে, তাহাদের মধ্যে না ছিল কোন সংগঠন, না ছিল রাষ্ট্র, না ছিল পবিত্রতা, না ছিল ইজ্জত ও হেক্‌মতের বিন্দু বিসর্গঃ। তাহারা এই সকল গুণ বর্জিত পরিষ্কার স্লেট স্বরূপ ছিল। সুতরাং, খোদা-তা'লা বলিতেছেন যে, তাঁহার

গুণাবলী তাহাদের মধ্যে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামকে পাঠাইয়াছেন। পূর্বোল্লিখিত আয়েতে যে চারি গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম গুণ 'আল্-মালিক" এর মুকাবিলা রাখা হইয়াছে রসুল করীমের (দঃ) কাজ "ইয়াৎলু আলাইহিম আয়াতিহি।" অর্থাৎ, তিনি খোদা-তা'লার আদেশ-নিষেধ এবং তাঁহার নিদর্শন সমূহ বাদশহের প্রতিনিধি স্বরূপ পাঠ পূর্বক শোনাইতেছেন। তারপর, "আল্-কুদ্দুসের" মুকাবিলা দ্বিতীয় কাজ "ইয়ুযাক্কিহিম্" বর্ণিত হইয়াছে। আর্থৎ, তিনি তাঁহার শিক্ষা, সঙ্গ-আশীষ, দোয়া, ধ্যান ও দৃষ্টির দ্বারা যাবতীয় আবর্জনা ধুইয়া তাহাদিগকে "আল্-কুদ্দুসের" প্রকাশরূপে পরিণত করিতেছেন। তারপর, ''আল্-আযীয" গুণ। ইহার মুকাল্লি কেতাবের শিক্ষাকে রাখা হইয়াছে যেন তাহারা 'আল্-আযীয' গুণের প্রকাশে পরিণত হয়। কারণ, মূর্খতা যেমন সকল লাঞ্ছনার জননী, জ্ঞান সকল মর্যাদার মূল। তারপর, চতুর্থ গুণ ''আল্-হাকীমের" প্রকাশ সম্বন্ধে "ওয়াল্-হিক্মাতা" বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে যে, এই সকল লোক খোদার হেকমত হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া জ্ঞানের কথা শিক্ষা দিতেছেন।

সার কথা, যে সকল লোক খোদার অস্তিত্ব ও তাঁহার গুণাবলী অস্বীকার করিত, তাহাদিগকে বুঝান হইয়াছে যে, যদি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামামের এই সকল আরব মূর্খ, আমার্জিত ব্যক্তিগণ বাদশাহ্ জ্ঞানী ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন হইতে পারে, তবে তোমরা কেন এই কথা স্বীকার করিবে না যে, যে খোদার নামে মুহাম্মদ রসুলুল্লারহ্ (দঃ) দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি বাস্তবিক 'আল্-মালেক' 'আল্-কুদ্দুস,' 'আল্-আযীয' ও 'আল্-হাকিম'। পৃথিবীর সমস্ত যথেচ্ছারী ও অত্যাচারীদের বিরুদ্ধবাদিতা সত্বেও তিনি সেই উপায় উপকরণহীন জাতিকে উন্নতির উচ্চ পর্যায়ে পৌছাইয়া দেওয়া কি এ কথার প্রমাণ নয় যে, প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহ্র 'তসবিহ্' তথা আল্লহ্র পবিত্রতার জয়গান গাহিতেছে। কারণ মানুষ তো তাঁহার শত্রু ছিল। তবু তিনি কিরূপে কৃতকার্য হইলেন? ইহার কারণ ছিল জমিন আসমানের প্রতি কণা তাঁহার সাহায্য করিতেছিল। তারপর, ইহাতে এই প্রশ্ন হইতে পারিত যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের এই প্রভাব তো তাঁহার সমসাময়িক লোকের উপর ছিল, কিন্তু পর যুগে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে এবং সময়ের ব্যবধান বশতঃ

ঐ সকল গুণের প্রতীক হইতে পারিবে না, তখন জগদ্বাসী আবার খোদার সত্তা ও তাঁহার গুণাবলীর প্রতীক হওয়ার কি উপায় অবলম্বন করিবে? ইহার উত্তর "ও আখারীনা মিন্‌হুম্‌" বাক্যে দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, প্রতি যুগের লোকেরই শিক্ষা দানের শক্তি এই রসুলের আছে। এক যুগের লোকের শিক্ষা তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দিয়াছেন। অন্য সময়ে তিনি তাঁহার প্রতিনিধিগণের দ্বারা শিক্ষা দিবেন। এই প্রকারে তাঁহার দ্বারা ধর্মের এই যে মহান উদ্দেশ্য মানুষ খোদা-তা'লার রঙ্গে রঙ্গীন হইবে এবং তাঁহার প্রেম আকর্ষণ করিবে পূর্ণ হইতে থাকিবে। পৃথিবীর মনিষীরা তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিতে এবং নিষ্পেষণ করিতে চাহিবে। কিন্তু খোদা তাঁহাদিগকে শস্য ক্ষেতের ন্যায় বর্ধিত করিবেন এবং তাঁহার অসীম অনুগ্রহের দ্বারা এই শস্যক্ষেত্রে জলের ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুতঃ, খোদা-তা'লা এযুগে হযরত মসিহ্‌ মাওউদ আলাইহেস্‌ সালাম এবং তাঁহার খলিফাগণের দ্বারা ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লাম বাস্তবিকই তাঁহার শিষ্যগণকে খোদার গুণের প্রতীক করিবার জন্য আগমন করেন এবং যাহারা তাঁহার পয়রবী করে, তাহারা আল্লাহ্‌র মাহবুব (প্রিয়) রূপে পরিণত হয়। এ জন্য আল্লাহ্‌রই যাবতীয় প্রশংসা। ধর্মের এই চারিটি উদ্দেশ্য এমন যে, ধর্মের অনুবর্তীদের মধ্যে তাহাদের স্বস্ব শক্তি ও সাধ্য মত এই সকল উদ্দেশ্য সফল হওয়া অত্যাবশ্যক; এবং এই সকল উদ্দেশ্যই মানুষের ইহলৌকিক জীবনকে পারত্রিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করে।

পঞ্চম উদ্দেশ্য

ধর্মের পঞ্চম উদ্দেশ্য, ইহলৌকিক জীবনের পর পারত্রিক জীবনে মানুষকে কৃতকার্য করা। মৃত্যুর পর এই উদ্দেশ্য চারি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট। প্রথমঃ সর্ব প্রকার দোষ-ত্রুটি ও পাপ প্রবণতা হইতে পবিত্র হওয়া। দ্বিতীয়ঃ চির-জীবন। তৃতীয়ঃ চির-শান্তি ও সুখ। চতুর্থঃ আপন প্রভু, পরমপাদ, পরম প্রেমাস্পদের চির-সন্তুষ্টি লাভ। এসম্বন্ধে কোরআন করীমে বর্ণিত হইয়াছে:—

"ও সাকাহুম্ রাব্বুহুম্ শারাবান্ তাহুরা।" ['সুরাহ্ দাহার', রুকু ২]

"ও আম্মাল্লাযিনা সুয়েহু ফা-ফিল জানাতে খালেদিনা ফিহা মা দামাতেস্ সামাওয়াতু ও আল্-আরহু, ইল্লা মা শা-আ রাব্বুকা আ'তাআন্ গাইরু মজযুয।" ['সুরাহ্ হুদ,' রুকু ৯]

"ও রেযওয়ানুম্ মিনাল্লাহে আকবার।" ['সুরাহ্ তাওবা', রুকু ৯]

"ও লাক্কাহুম্ নাযরাতাঁও ও সুরুরা।" ['সুরাহ্ দাহর', রুকু ১]

অনুবাদ ঃ

"এবং তাহাদের রাব্ব্ তাহাদিগকে অত্যন্ত পবিত্রকারী শরবত পান করাইবেন। বস্তুতঃ, যাহারা ভাগ্যবান (সদাত্মা) তাহারা জান্নাতে বাস করিবে। তাহারা ইহার মধ্যে চির-জীবন লাভ করিবে—যে পর্যন্ত জমিন আসমান থাকিবে, কিন্তু যাহা তোমার রাব্বের ইচ্ছা। যাহাহউক, ইহা এমন দান, যাহা কখনো শেষ হইবে না। এবং খোদার সন্তুষ্টি সর্বপেক্ষা বড় সম্পদ। ইহা মহা সফলতা। এবং খোদা তাহাদিগকে চেহারার লাবন্য ও মনের সুখ দিবেন।"

অর্থাৎ, নাজাত ও সুখ চিরস্থায়ী হইবে। এমন হইবে না যে, এক কাল পর্যন্ত সুখ শান্তি দেওয়ার পর মুক্তিশালা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। ঐ পৃথিবীতে ধর্ম যে সকল উদ্দেশ্য উপস্থিত করিতেছে, তৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নাই। সেই জগত এই জগতেরই ফল। যে এই পৃথিবীতে খোদা পাইবে, সে ঐ জগতেও কৃতকার্য হইবে।

সার কথা, ধর্মের উদ্দেশ্য অসভ্যকে সভ্য মানুষ করা, সভ্যকে উন্নত চরিত্র মাহাতে গুণান্বিত করা, উন্নত চরিত্র মাহাত্ম্যে গুণী মানুষকে খোদা-প্রাপ্ত মানুষ করা এবং খোদা প্রাপ্ত মানুকে চির-জীবন ও চির সুখ প্রাপ্ত মানুষ করা। এই উদ্দেশ্য শুধু ইস্লামই পেশ করে এবং ইস্লামেরই দ্বারা এই সকল উদ্দেশ্য মানুষ লাভ করিতে পারে এবং লাভ করিয়া থাকে। এবং আমাদের শেষ উক্তি বিশ্ব-প্রতিপালক, বিশ্ব-স্রষ্টা ও প্রভু সর্ব পূর্ণ-গুণা-কর আল্লাহ্রই সম্যক প্রশংসা।

রাব্ওয়ায় এক সপ্ততিতম আহ্মদীয়া বার্ষিক বিশ্ব সম্মলেন

শুধু সত্যের সমর্থন ও ইস্লামের বাণী বিঘোষণার্থে রাব্ওয়ার পবিত্র ভূমিতে আহ্-মদীয়া জমাতের এক সপ্ততিতম সালানা জলসার অধিবেশন ২৬শে ডিসেম্বর সকাল ৯।০ টায় আরম্ভ হইয়া তিন দিন পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং ২৮শে ডিসেম্বর অপরাহ্ন চারিটায় শেষ হয়। ইস্লাম ও আহ্মদীয়তের প্রায় ৯০ হাজার ফিদাই ইহাতে যোগদান করেন। ১৮৯১ সনের ডিসেম্বর মাসে আল্লাহ্-তা'লা স্বহস্তে তাঁহার মামুর ও মুরসাল প্রতিশ্রুত মসিহ্-মাহ্দী আলাইহেস্-সালামের দ্বারা অশেষ আধ্যাত্মিক কল্যাণ-যুক্ত এই জলসার প্রবর্তন করেন। তন্মধ্যে খোদার মামুরের আদেশে ১৮৯৩ সনে এই জল্সা মৌকুফ রাখা হয়। দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এই জল্সা আহ্মদীয়তের আদি কেন্দ্র কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। দেশ বিভাগের পর হইতে এই জল্সা কাদিয়ানে এবং নব কেন্দ্র রাব্ওয়া উভয় পুণ্য-স্থানেই অনুষ্ঠিত হইয়া ঐশী সাহায্যের মহা-নিদর্শন সহ অনেক দোয়া, যিকরে-ইলাহীর মধ্যে ইমান, একীন ও মা'রেফাতের উন্নতি কারক অপরিসীম আধ্যাত্মিক তত্ত্বরাজিপূর্ণ সময়োপযোগী জ্ঞান ধারার বর্ষণ পরিবেশে হইয়া থাকে। হযরত আমীরুল্ মুমেনীন খলিফাতুল্ মসিহ্ সানী আল্-মুস্লেহুল্ মাওউদ আইয়্যেদাহুল্লাহুল্ অদূদ অসুস্থতা বশতঃ জলসাগাহে স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারিলেও উদ্বোধনী ও সমাপিকা বক্তৃতা লিখাইয়া প্রেরণ করেন এবং তাঁহার নির্দেশানুসারে সাহেবযাদা হযরত মীর্যা বশীর আহ্মদ সাহেব মাদ্দা যিল্লুহুল্ আলী অসুস্থতা স্বত্ত্বেও পাঠ করেন। আমরা ইন্শাআল্লাহ্ পরবর্তী সংখ্যায় হযরত আক্দসের এই বক্তৃতা দুইটির সারমর্ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। বিল্লাহেৎ-তাউফিক।

জল্সায় পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্জুমন আহ্মদীয়ার প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মুহাম্মদ সাহেব "বাঙ্গালায় আহ্মদীয়ত" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। জলসায় জনাব আমীর সাহেব ব্যতীত আরো কোন কোন ভ্রাতা-ভগ্নি পূর্ব-পাকিস্তান হইতে যোগদান করেন। আল্লাহ্-তা'লা তাঁহাদের সকলকেই জলসার বরকাত সমূহ পূর্ণ মাত্রায় লাভ ও বিস্তারে অনুগ্রহিত করুন। আমিন!

আহ্‌মদীয়া সেল্‌সেলায় দীক্ষা গ্রহণের (বায়আতের) শর্তাবলী

১। প্রথম—বায়আ'ত গ্রহণকারী সরল অন্তঃকরণে এই প্রতিজ্ঞা করিবেন যে, তিনি কবরে প্রবেশ পর্যন্ত 'শেরেক' হইতে দূরে থাকিবেন।

২। দ্বিতীয়—মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, সর্ব প্রকার পাপাচার, সীমাতিক্রম, অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা, অশান্তি ও বিদ্রোহের পথ সমূহ হইতে আত্মরক্ষা করিবেন এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার সময়ে, তাহা যতই প্রবল হউক, তদ্বারা পরাভূত হইবেন না।

৩। তৃতীয়—বিনা ব্যতিক্রমে খোদা-তা'লা এবং রসুলের আদেশ অনুসারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবেন এবং সাধ্যানুসারে নিদ্রা হইতে উঠিয়া তাহাজ্জুদের নামায পড়িতে, রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও সাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িতে, প্রত্যহ নিজের গুণাহ সমূহের জন্য ক্ষমা চাহিতে এবং 'আস্তাগফার' করিতে সর্বদা ব্রতী থাকিবেন এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে খোদা-তা'লার অপার অনুগ্রহ সমূহ স্মরণ করিয়া তাঁহার 'হামদ' ও তারিফ করাকে প্রত্যহ নিত্য কর্মে পরিণত করিবেন।

৪। চতুর্থ—সাধারণভাবে সর্ব প্রকার সৃষ্ট জীবকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানগণকে ইন্দ্রিয় উত্তেজনা বশে কোন প্রকার অন্যায় কষ্ট দিবেন না—মুখে, হাতের দ্বারা, বা অপর কোন উপায়েই নহে।

৫। পঞ্চম—সুখে, দুঃখে, কষ্টে, শান্তিতে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় খোদা-তা'লার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবেন। সকল অবস্থাতেই আল্লাহ্‌-তা'লার কার্যে সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং তাঁহার পথে যাবতীয় অপমান ও দুঃখ বরণ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। কোন প্রকার বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ্‌পদ হইবেন না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবেন।

৬। ষষ্ঠ—সামাজিক কদাচার পালন করিবেন না এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব করিবেন না। কোরআন শরীফের আধিপত্যকে সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করিবেন এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের বাক্যগুলিকে সকল কার্যে নিজ সারথী করিবেন।

৭। সপ্তম—সমস্ত অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্য সর্বোতোভাবে পরিহার করিবেন। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন নির্বাহ করিবেন।

৮। অষ্টম—ধর্ম ও ধর্মের সম্মান রক্ষা এবং ইস্‌লামের সহিত আন্তরিক সমবেদনাকে নিজ ধন, মান, প্রাণ, সম্ভ্রম, সন্তান সন্ততি ও সকল প্রিয়জন অপেক্ষা অধিক প্রিয় জ্ঞান করিবেন।

৯। নবম—সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি সকল সময় শুধু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সহানুভূতিশীল থাকিবেন এবং সকলের উপকারার্থে খোদা প্রদত্ত যাবতীয় শক্তি, সামর্থ্য ও দানগুলি যথাসাধ্য নিয়োজিত করিবেন।

১০। দশম—ধর্মানুমোদিত সকল কার্যে আমার (হযরত আক্‌দসের) আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় আমার সহিত যে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন, তাহাতে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অটল থাকিবেন এবং এই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন সকল প্রকার আত্মীয় সম্পর্ক ও সর্ব প্রকার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ হইতে এত অধিক ঘনিষ্ঠ ও পবিত্র হইবে যে পৃথিবীতে তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। 'আহ্‌মদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল। যিনি যখনি ইচ্ছা 'এপ্রিল' পর্যন্ত গ্রাহক হইতে পারেন। 'মে' হইতে আবার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে।

২। ধর্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি নাই। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়াও প্রকাশ করা হইবে।

৫। প্রবন্ধ এক পৃষ্ঠায় টাইপ বা পরিষ্কার হস্তাক্ষরে পাঠাইতে হইবে। নচেৎ ছাপা হইবেনা। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হইবে না। ফেরৎ নিতে হইলে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিতে হইবে। চিঠি ফেরত দেওয়া হয় না।

৬। যাবতীয় প্রবন্ধ পাঠাইবার ঠিকানা :—

'সম্পাদক' আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

৭। 'আহ্‌মদীর' চাঁদা, কাগজ প্রাপ্তি, মুদ্রণ, প্রকাশ এবং টাকা কড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী'
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই।

২। যে সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হইবে, তাহার অন্ততঃ এক পক্ষ পূর্বে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের অফিসে পৌঁছান চাই।

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	প্রতি সংখ্যা	৪০৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	২৫৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্ধ কলম	"	১৫৲
" সিকি কলম	"	৮৲
" কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	"	৭০৲
" " " " অর্ধ " "		৪০৲
কভার পৃষ্ঠা ৩য় পূর্ণ	প্রতি সংখ্যা	৫০৲
" " " অর্ধ " "		২৫৲
" " ৪র্থ পূর্ণ " "		৮০৲
" " " অর্ধ " "		৪০৲

৩। কোন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্তন করিতে হইলে এক পক্ষ পূর্বে আমাদিগকে জানাইতে হইবে।

৪। অশ্লিল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হইবে না।

৫। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য, কিংবা বিশেষ কোন কথা থাকিলে বা বিশেষ কোন চুক্তি করিতে হইলে নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা।

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah, at Shahjahan Printing Works for the Proprietors, 'East Pakistan Anjuman Ahmadiyya', 4, Bakshi Bazar Road, Dacca
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar